(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
www.companiganj.sylhet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১২৭.০০৩.৩৩.০২১. ১১

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহালসমূহের ১৪৩৩ বাংলা সন হতে ১৪৩৫ বাংলা সনের ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন ২০.০০ (বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ সন মেয়াদে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আরোপিত নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/প্রকৃত জেলে/যুব সমিতির নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

০২. জলমহাল ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে। তাছাড়া জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি www.companiganj.sylhet.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে। ইজারাযোগ্য জলমহালের সিডিউল ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত (বদ্ধ) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা সিডিউল:

ক্রমিক নম্বর	অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময়কাল	গৃহীত কার্যক্রম
১.	১৪৩২ বঙ্গাব্দের ০১ মাঘ হতে ১৫ মাঘের মধ্যে (১৫/০১/২০২৬ হতে ২৯/০১/২০২৬ অফিস সময় পর্যন্ত)	অনলাইনে আবেদন দাখিল।
২.	১৮-২০ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (০১/০২/২০২৬ থেকে ০৩/০২/২০২৬ অফিস সময় পর্যন্ত)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দের জন্য ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্রমিক	জলমহালের নাম	মৌজা	পরিমাণ	বিগত ৩ বছরের গড় ইজারা মূল্য	সরকারী ইজারা মূল্য	মন্তব্য
০১	টাইয়া পাগলা জলমহাল	টাইয়া পাগলা-১৬	৬.৪৮ একর	৫২৯২০.০০	৫৫৫৬৬.০০	১৪৩২ খাস
০২	কৈয়া বিল	শেরপুর-০১	৪.৯৯ একর	৭৬৮৫.০০	৮০৭০.০০	১৪৩২ খাস
০৩	কাঠাল কাংলা (কেঁজা কুঁড়ি) জলমহাল	পুটামারা-১৫	৭.৫৩ একর	২২০০০.০০	২৩১০০.০০	
০৪	আমেরতৈল কুঁড়ি (বেতকুঁড়ি পলকারা)	দিগলবাকের পার-১১	১৩.০১ একর	২৩৯৬২৯.০০	২৫১৬১০.০০	
০৫	বাতান কুঁড়ি বিল	টাইয়া পাগলা-১৬	২.১১ একর	৬৩৮৩.০০	৬৭০২.০০	
০৬	মসলেটি বিল জলমহাল	দুর্গাপুর-১৪ পুটামারা-১৫	৩.২৭ একর	৫৫৫৬৬.০০	৫৮৩৪৫.০০	
০৭	তিনকুনি হাটুমনি বিল	বিলাজুর-৪	৮.৩৬ একর	৬১৫১১.০০	৬৪৫৮৭.০০	
০৮	রাবিয়ার কুঁড়ি বিল	বাগজুর-১৩	৩.১৭ একর	৪৫৪০.০০	৪৭৬৭.০০	

ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী

০১। ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে অনলাইনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে। অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জামানতের মূল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের কপি সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

০২। অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট অথবা jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

০৩। অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লিখিত নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন ফি বাবদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট এর অনুকূলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি প্রিন্টেড কপির সাথে দাখিল করতে হবে।

০৪। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

০৫। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

০৬। অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের সময় আবেদনের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, সমিতির সভার কার্যবিবরণী, বিগত ০২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট (তবে নতুন সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে), টিআইএন নম্বর (যদি থাকে), প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানা ছবিসহ সংযুক্ত করতে হবে।

০৭। আবেদনপত্রে সদস্যদের নামের তালিকা (ছবি/ঠিকানাসহ) যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে; উপজেলা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ মৎস্যজীবী প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে।

০৮। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৯। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সলভেন্সী প্রত্যয়ন পত্র (ব্যাংক রূলস অনুসারে), সমিতির নিকট সরকারি পাওনা নেই মর্মে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র যুক্ত করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/ উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা যুক্ত করতে হবে।

১০। স্থানীয় প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

১১। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩(তিন) বছরের ইজারামূল্যের গড় মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, উক্ত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সরকারি কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

১২। বৎসরের যেকোন সময় জলমহালের ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও ইজারার মেয়াদ পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয়ে থাকে তবে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি উক্ত অর্থ প্রাপ্য হবেন না।

১৩। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারাগ্রহিতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

১৪। মৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এবং ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৫। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি জলমহালের নির্ধারিত ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে যেকোন তফসিলী ব্যাংক হতে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে তা সমন্বয় করা হবে।

১৬। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৭। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২(দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

১৮। সময়মত ইজারামূল্য পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের ইজারা বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯। ইজারাগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করা হয় তা হলে উক্ত ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত ইজারাগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

২০। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলোর ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২১। বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে প্রথম বৎসরের সাকুল্য ইজারামূল্য জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়করসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যাবতীয় সরকারি পাওনা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২২। ইজারা/বন্দোবস্তকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবণভূমি প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৩। যে সকল জলাশয়সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৪। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইজারা/বন্দোবস্তপ্রাপ্ত সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৫। জলমহালসমূহ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ফলে ইজারা আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

২৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৭। ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। ইজারাগ্রহিতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। তাছাড়া ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি কর্তৃক মা মাছ শিকার করা যাবে না।

২৮। জলমহালের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচ গাছ বা তদ্রুপ অন্য কোন বৃক্ষ লাগাতে হবে। যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সহায়ক হবে।

২৯। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহিতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩০। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩১। কোন জলমহাল ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন মামলার উদ্ভব হলে বিজ্ঞ/মাননীয় আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ জারি করা হলে ইজারাকৃতমূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে আদালতের আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩২। উপজেলা বা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকেন তবে উক্ত সিদ্ধান্তের ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ সমিতি ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

৩৩। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে ঐ সকল জলমহালের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এতদব্যতিত কোন জলমহালের উপর বা জলমহালের কোন দাগের উপর বিজ্ঞ/মাননীয় আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে তা উল্লেখ করা হলেও ইজারা বহির্ভূত থাকবে।

৩৪। মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহ সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। দখল প্রদানের সময়কাল পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

৩৫। ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য ইজারাকৃত জলমহালের ইজারা মেয়াদের মধ্যে জলমহালটি সরকার বরাবরে সমর্পণ/প্রত্যর্পন করা যাবে না।

৩৬। সর্বাবস্থায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯, ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করে জলমহালসমূহ ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৩৭। যেকোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৪/০১/২০২৬

মোহাম্মদ রবিন মিয়া
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১২৭.০০৩.৩৩.০২১.

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩২
০৪ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য-

১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
৩। জেলা প্রশাসক, সিলেট
৪। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, মীরের ময়দান, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় সংবাদ বুলেটিন প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ..... (সকল), সিলেট
৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...(সকল), সিলেট
৭। উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট
৮। উপজেলা ..... কর্মকর্তা (সকল), কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

৯। উপজেলা মৎস্য/সমাজ সেবা/সমবায় কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: কে অবহিত করণের অনুরোধসহ)

১০। উপজেলা আইসিটি অফিসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, কোম্পানীগঞ্জ , সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।

১১। সম্পাদক, ... (বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আগামী ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে স্বল্প পরিসরে ভিতরের পাতায় শর্তাবলী ব্যতীত একবার প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১২। চেয়ারম্যান..... ..(সকল) ইউপি, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১৩। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১৪। অফিস নথি।

০৪/০১/২০২৫

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট